Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## মুমিনের জীবনে তাসাউফের গুরুত্ব


তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো:সাজিদুল ইসলাম

রোলঃ 21500056


৫ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## মুমিনের জীবনে তাসাউফের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো:সাজিদুল ইসলাম

রোলঃ 21500056

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মুমিনের জীবনে তাসাউফের গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মো:সাজিদুল ইসলাম, আইডিঃ 21500056 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুমিনের জীবনে তাসাউফের গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সাজিদ

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

**মো:সাজিদুল ইসলাম**

আইডিঃ 21500056

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


| বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা সংখ্যা |
|---|---|
| ভুমিকা | ৬ |
| তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি কি | ৭ |
| তাসাউফ এর উদ্দেশ্য কি | ৮ |
| তাসাউফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শুধুই কি ইলম ও কিতাবই যথেষ্ট? | ৯ |
| আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায় | ১০ |
| মুজাহাদা কি | ১১ |
| তাকাররুব বিন্নাওয়াফেল কি? | ১২ |
| তাসাউফের ক্ষেত্রে আত্মার গুরুত্ব | ১৪ |
| ইখলাসের গুরুত্ব | ১৫ |
| আধ্যাত্মিক গুন অর্জন করা ফরজ | ১৬ |
| আধ্যাত্মিক ব্যাধি সমূহ কেমন | ১৬ |
| তাহলে কি আধ্যাত্মিক ব্যাধি সমূহ হারাম? | ১৭ |
| আত্মার ব্যাধি নির্ণয় পদ্ধতি | ১৭ |
| রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে কিভাবে তরবিয়ত করিয়েছিলেন? | ১৮ |
| বর্তমানে মুমিনদের পরিশুদ্ধ করবে কে | ১৯ |
| শায়খের প্রয়োজনীয়তা | ২০ |
| বুজুর্গদের সংস্পর্শের আসল উদ্দেশ্য | ২১ |
| শায়খ এবং মুরিদের সম্পর্ক | ২১ |
| শায়খের সীমাবদ্ধতা এবং মুমিনের কর্তব্য | ২২ |
| তাসাউফ এর সারকথা | ২৩ |
| বর্তমান সময়ে মুমিনরা সংশোধনে ব্যর্থ কেন? | ২৩ |
| আমরা কি আসলেই মুমিন? | ২৪ |
| মুমিন ও তার ঈমানের দৃষ্টান্ত কেমন হওয়া উচিত | ২৫ |
| গুনাহের সাথে সাথে তওবা | ২৫ |

| বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা সংখ্যা |
|---|---|
| গুনাহ থেকে বাঁচার প্রতি যত্নবান হওয়া | ২৬ |
| মুমিনের কাজ কি হবে | ২৬ |
| একটি মূলনীতি | ২৭ |
| মুমিনের জীবনে তাসাউফের গুরুত্ব | ২৮ |
| পরিশিষ্ট কয়েকটি বিষয় | ২৯ |
| যে সকল বই থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে | ৩১ |

# ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন যে আমি মুমিনদের জীবনের তাসাউফ এর গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু লিখতে পারছি। তাই আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব হয়েছে আমি চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ।

ইসলাম মানব জীবনের একটি মোকাম্মাল হেদায়েত ও পূর্ণ দিক নির্দেশনা। একজন মানুষের জীবনের সব ব্যাপারে ইসলামের দিকনির্দেশনা ও নীতিমালা রয়েছে। এই মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দিকে সাধারণত ৫ ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন ঈমান আকিদা, ইবাদাত, মু'আমালাত, মু আশারাত, আখলাকিয়াত তথা তাযকিয়া ও আধ্যাত্মিক সংশোধন।

এই পাঁচটি বিষয়ের উপর আমাদের শরীয়তের যাবতীয় বিষয় নির্ভর করে। আমরা যদি ঠিক ভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে আমাদের শরীয়তের যাবতীয় নির্দেশাবলী নিহিত রয়েছে। শরীয়তের সমস্ত হুকুম মেনে নেওয়া মানুষের জন্য কর্তব্য। কেননা এর মাধ্যমেই সে তার মহান রবের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে এবং পরকালে সে নাজাত পেয়ে জান্নাতে যেতে পারবে।

এখন আমাদেরকে এই শরীয়ত ও দ্বীনের হুকুমকে বুঝতে হবে। দ্বীনের হুকুমের দুইটি অংশ। একটি অংশ বাতেনের সাথে আরেকটি অংশ জাহেরের সাথে। জাহের বলতে আবার দুটি বিষয়। ইতিবাচক যেমন নামাজ রোজা হজ জাকাত জিহাদ হালাল রুজি উপার্জন ইত্যাদি। আবার কিছু নেতিবাচক বিষয় যেমন চুরি-ডাকাতি,জেনা-ব্যাভিচার,মদ পান, হারাম উপার্জন ইত্যাদি। ঠিক তেমনি আবার কিছু বিষয় বাতেনের সাথে সম্পর্কিত যেমন তাকওয়া ,ইখলাস, সবর, শোকর ,রিয়া, গীবত ,তাকাব্বুর ইত্যাদি আরও বিভিন্ন বিষয়।

এখানে আমরা এই বাতেন বিষয়াবলী যেগুলোকে আখলাকিয়াত ( তাযকিয়া/ তাসাউফ) বলে, এগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

# তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি কি

তাসাউফ' আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ  আধ্যাত্মিকতা, আধ্যাত্মবাদ ।

এই তাসাউফের বিষয়গুলো আখলাকের সাথে সম্পর্কিত। মানুষ মনে  থাকে যে শরীয়তেরও সাথে তাসাউফের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ কোরআন কারীম এবং হাদীস শরীফে নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের ব্যাপারে যে নির্দেশগুলো এসেছে এগুলোই মূলত তাসাউফের বিষয়বস্তু। তারা মনে করে তাসাউফ মানে শুধু মোরাকাবা করা, কাশফ অর্জন করা, ইলহাম হওয়া, স্বপ্ন এবং এর ব্যাখ্যা জানতে পারা, কারামত অর্জন হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো তাসাউফের ভুল ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তাসাউফকে ভুল ভাবে উপস্থাপন করা। কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয় মানুষ আজ এগুলোরই নাম দিয়েছে তাসাউফ। তাহলে আসলে তাসাউফ কি?? তো এই বিষয়ে আমি কয়েকজন মনীষীর উক্তি তুলে ধরছি।

শাইখুল ইসলাম জাকারিয়া আল আনসারী (রা.) বলেন," ইসলাম দ্বারা অনন্ত  সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে যার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়া এবং মানুষের জাহির ও বাতিন গঠন করা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, তাকে ইলমে তাসাউফ বলা হয়।"

হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "শরীয়তের উপর পরিপূর্ণ ভাবে আমল করে চলার নামই হচ্ছে তরিকত বা তাসাউফ।"

শাইখুল হাদিস যাকারিয়া সাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তাসাউফ চারটি আমলের সমষ্টির নাম

১. পূর্ণ শরীয়তকে বাস্তব জীবনে আমল করিতে হইবে

২. মানুষের নফসের মধ্যে যেসব খারাবি আছে সেগুলোকে দমন করিতে হইবে

৩. এক একটি করিয়া আখলাকে নববী হাসিল করিতে হইবে

৪. দৃষ্টিকে পবিত্র সূক্ষ্ম ও গভীর করিয়া পূর্ণ শরীয়তকে তাহার গভীরতম দেশ পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে হইবে । দাওয়ামে জিকির হাসিল করিতে হইবে এবং দাওয়ামে তায়াতের মধ্যে নিজেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মশগুল রাখিত হইবে।

## তাসাউফের উদ্দেশ্য কি?

তাছাউফ এর আসল উদ্দেশ্য মূলত মানুষের ভেতর থেকে আধ্যাত্মিক যেসব রোগ বা খারাবি রয়েছে সেগুলো দূর করার জন্য মেহনত করা। আমাদের বুযুর্গানে দিন ও আকাবিরদের কেউ কেউ বলেন তাছাউফ এর উদ্দেশ্য তিনটি

১. আল্লাহর ভয় অর্জন করা

২. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা

৩. আত্মপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করা

যদি এই তিনটি গুণ কেউ অর্জন করতে সক্ষম হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ সে তাসাউফের উদ্দেশ্য পূরণ করতে সফল হবে। এখন লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই তিনটি জিনিসের কোনটিও শরীয়ত পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ শরীয়তের মধ্যেই তাসাউফ মিশ্রিত রয়েছে ।

হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে হযরত তাসাউফের উদ্দেশ্য কি?

উত্তরে হযরত বলেন, “তাসাউফ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের রোগ বন্ধ থেকে যেন গুনাহের ভেজাল মিশ্রণ বের হয়ে যায়”

আসলে এখানে একটা ব্যাপার খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে শরীয়তের দুইটি অংশ।

একটি অংশের সম্পর্ক মানুষের বাহ্যিক কর্মের সাথে আর আরেকটি অংশের সম্পর্ক মানুষের অভ্যন্তরীণ আমল আখলাকের সঙ্গে । এই অভ্যন্তরীণ আমল আখলাকের সাথে সম্পৃক্ত বিধানসমূহের সমষ্টির নামই হল তাসাউফ। তবে বাহ্যিক কর্ম কে ঠিক করতে হলে আগে অভ্যন্তরীণ আখলাক ও আদব ঠিক করতে হয়। কেননা আত্মার গুরুত্ব

এজন্যই বেশি হয় যে এটা যদি ঠিক না হয় তাহলে বাহ্যিক আমল ও বেকার হয়ে যায়। যেমন ইখলাস মানুষের অভ্যন্তরীণ আমল। মানুষ যে কোন কাজ করবে তবে আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করার জন্য করবে এটাই ইখলাস। ই ক্লাস একটি অভ্যন্তরীণ আমল। কারো যদি ইখলাস ঠিক থাকে তাহলে তার সকল ইবাদত কবুল হবে , আর যদি কারো ইখলাস ঠিক না থাকে তাহলে তার সকল আমল বেকার যাবে।

যেমন কেউ যদি এই উদ্দেশ্য ও নিয়ত নিয়ে নামাজ পড়ে বা অন্য যেকোনো আমল করে যে মানুষ আমাকে মুত্তাকী ও পরহেজগার মনে করবে আমাকে ইবাদত গুজার মনে করবে তাহলে তার বাহ্যিক আমল তো ঠিকঠাক থাকবে কিন্তু ভিতরে ইখলাস না থাকার কারণে তার এই আমল বেকারে যাবে। এরকম আরো কত আধ্যাত্মিক রোগ যেমন অহংকার,হিংসা,বিদ্বেষ,কপটতা প্রদর্শন,প্রবৃত্তি,পদলিপ্সা, দুনিয়ার মোহ ইত্যাদি অনেক রোগ রয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় অভ্যন্তরীণ আমল ঠিকঠাক করা কতটা জরুরি। আর তাসাউফের মূল উদ্দেশ্যই হল এইসব আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা করা।

## তাসাউফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শুধুই কি ইলম ও কিতাবই যথেষ্ট?

অনেক মানুষই একথা মনে করে থাকে যে ইলম ও কিতাব এ দুটি বিষয়ই আত্মশুদ্ধির জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যদি ইলম ও কিতাবই যথেষ্ট হতো তাহলে আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজীদ অবতীর্ণ করা সত্ত্বেও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠাতেন না। বরং আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে দুনিয়াতে পাঠানোর পাশাপাশি তার ওপর তাযকিয়া এবং উম্মতের ওপর হেদায়াতের মেহনতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের জন্য সংশোধনকারী। আবার সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন তাবেয়ীদের জন্য সংশোধনকারী। আর ঠিক এভাবেই এই সংশোধনের ধারাবাহিকতা ক্রমশ চলতে থাকে।

এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে মাজিদে বলেন,

لَقَدۡ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اِذۡ بَعَثَ فِيۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡ اَنۡفُسِهِمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيۡهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ ۚ وَاِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি (অতি বড়) অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, আর নিশ্চয় এর আগে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ছিল।

—আলে ইমরান – ১৬৪

তাই আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন একজন সংশোধনকারী। যার তরবিয়ত ও তত্ত্বাবধানে এ দৌলত অর্জন করতে হয়। এই বিষয়ে হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দেদে মিল্লাত আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শুধু কিতাব পরে কি কেউ পরিপূর্ণ হতে পেরেছে? কাঠমিস্ত্রির সংশ্রব ছাড়া, তার পাশে বসা ব্যতীত কেউ মিস্ত্রি হতে পারে না। এমনকি কাঠ চাছার যন্ত্র নিজ হাতে উঠালেও নিয়মমাফিক যথাযথ ব্যবহারে সক্ষম হবে না।

তাই বলা যায় ইলম ও কিতাব আত্মশুদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন হয় সংশোধনকারী, বিশুদ্ধ নিয়ত ও পরিপূর্ণ মেহনত।

## আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায়

কোরআন সুন্নাহর আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য দুটি কাজ করতে হবে। মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ তার তাসাউফের মূলতত্ত্ব কিতাবে এই দুটি উপায় বর্ণনা করেছেন।

১. মুজাহাদা অর্থাৎ নফস ও কুপ্রবৃত্তির কামনা চাহিদার বিরোধিতা করা।

২. তাকাররুব বিন্নাওয়াফেল অর্থাৎ জিকির-আযকার, নফল ও নেক আমল দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নৈকট অর্জন করা

হযরত এ কথাও লিখেছেন যে, এই দুইটির মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ মুজাহাদা হচ্ছে আত্মশুদ্ধির আসল কাজ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার সহযোগী।

এবং বাস্তবতাও হচ্ছে তাই। সবকিছুর মূলে রয়েছে চেষ্টা ও সাধনা । চেষ্টা ও সাধনা ছাড়া কেউ কখনো কোনো কিছু হাসিল করতে পারেনি। প্রত্যেকটি মানুষ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য চেষ্টা ও মেহনতের বিকল্প কোনো কিছু খুঁজে পায়নি । আমাদের পূর্বের যামানার বুজুর্গানে দ্বীন তাদের মুরিদদের আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ হিসেবে ইসলাহের ফিকির করতেন। এর জন্য তারা প্রথমেই তাদেরকে মুজাহাদা করাতেন, সাধনা করাতেন , ঘষামাজা করাতেন।

ফলাফল এই দাড়াতো যে এর মাধ্যমেই মানুষ পরিশুদ্ধ হতো এবং যোগ্য হত।

## মুজাহাদা কি?

মুজাহাদা শরীয়তের এমন একটি নির্দেশনা যা প্রত্যেকটি মানুষের জন্য কাম্য । যেভাবে হোক তারা এই গুণ অর্জন করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন ,

وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ

“তোমরা আল্লাহর জন্য মুজাহাদা কর , যেভাবে মুজাহাদা করা উচিত”

—আল হাজ্জ্ব – ৭৮

হাদিসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান,

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ

অর্থাৎ মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে

এসব থেকে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে মুজাহাদা হচ্ছে নিজের অভ্যন্তরে যেসব দোষ লুকায়িত থাকে সেগুলো থেকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য

হিম্মত করে চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে ওই সকল খারাবি এবং যে সকল গুনাহের উদ্রেক হয় সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা।

একথা মনে রাখতে হবে যে এই মুজাহাদার অভ্যাস এমনি এমনি চলে আসবে না বরং এর জন্য ধৈর্যের সাথে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। মুজাহাদার প্রশিক্ষণ এবং তাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করার জন্য মানুষকে কিছু নিয়মমাফিক এবং রুটিন মাফিক কাজ করতে হবে। এর জন্য আমাদের হক্কানী বুজুর্গনের কিছু দিক-নির্দেশনাও রয়েছে। তারা কিছু আমলের মাধ্যমে মানুষকে তার নফসের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করেন। আর এভাবে নফসের মোকাবেলা করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অবস্থাকেই মুজাহাদা বলে।

## তাকাররুব বিন্নাওয়াফেল কি?

এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি যে, এই তাকাররুব বিন্নাওয়াফেল বা দ্বিতীয় প্রকার আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে অনেকে মনে করেন শরীয়তে এর কোন মূল ও ভিত্তি নেই। কিন্তু ব্যাপারটি এরকম নয়, বরং শরীয়তে এ প্রকার মুজাহাদারও মূল ও উৎস রয়েছে। আর আগেই বলা হয়েছে এই দ্বিতীয় প্রকারটি প্রথম প্রকারের সহযোগী।

তাকাররুব বিন্নাওয়াফেল দ্বারা মূলত নফল আমল , বিভিন্ন রকমের জিকির আযকার এবং সহিহ নিয়তে করা নেক আমল এসবই বুঝায়। মুজাহাদার পাশাপাশি এই সকল নফল ইবাদত সমূহ ধারাও আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য অর্জন করা শরীয়তে কাম্য। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদিসেও এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে । যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়ছে

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

“সিজদা কর ও নিকটবর্তী হও”

—আল আলাক – ১৯

হাদিসে এ বিষয়ে লম্বা একটি হাদিস পাওয়া যায় যাকে হাদিসে কুদসিও বলে। সেখানে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন , "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করলো আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। ফরয আমল চাইতেও আমার নিকট অধিক প্রিয় এমন কোন আমল নেই যার মাধ্যমে কোন বান্দাহ্ আমার নিকটবর্তী হতে পারে। এতদ্সত্ত্বেও কোন বান্দাহ্ যদি লাগাতার নফল আমলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয় তখন আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি কখনো কাউকে ভালোবাসলে তার কান আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই শুনে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার চোখও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই দেখে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার হাতও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুই ধরে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। তার পাও আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। তখন সে তা দিয়ে এমন কিছুর প্রতিই চলে যাতে আমি সন্তুষ্ট হই। সে আমার নিকট কোন কিছু চাইলে আমি তাকে তা দিয়ে থাকি। আমার নিকট সে কোন কিছু থেকে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে তা থেকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আমি কোন কিছু করতে এতটুকুও ইতস্তত করি না যতটুকু ইতস্তত করি কোন মু'মিনের জীবন নিতে। সে মৃত্যু চায় না। আর আমি তাকে কোন ভাবেই দু:খ দিতে চাই না"।

সুতরাং আত্মশুদ্ধির দ্বিতীয় প্রকার কে কোনভাবেই হেলাফেলা করা যাবে না। কিংবা এই কথা বলার কোন সুযোগই নেই যে এই প্রকারটি শরীয়তে নেই। তাই প্রত্যেকেরই উচিত ফরজ এবাদতগুলোর পাশাপাশি প্রতিদিন কিছু কিছু করে নফল আমলগুলো করতে থাকা। অথবা বুযুর্গানে দ্বীন এর জন্য কিছু আমলকে নির্ধারণ করে দেন যেন তা পালনের সহজ হয়। সেগুলো পালন করার মাধ্যমে এই আমলগুলো আমাদের জন্য সহজ হয়।

## তাসাউফের ক্ষেত্রে আত্মার গুরুত্ব

এই ক্ষেত্রে আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর একটি হাদীস দেখতে পারি যেখানে তিনি বলেছেন,“ দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে তা ঠিক হলে পুরো দেহ ঠিক হয়ে যায় আর তা খারাপ হলে পুরো দেহ খারাপ হয়ে যায়। সেই মাংসপিণ্ড টি হল কলব বা আত্মা”

কলব বা আত্মা মানুষের বাহ্যিক জীবনের সাথে যেমন সম্পর্ক রাখে ঠিক তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের সাথেও সম্পর্ক রাখে। বাহ্যিক জীবনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যতক্ষণ এই আত্মার ঠিকভাবে কাজ করে ততক্ষণ মানুষ জীবিত থাকে। এর কোন ছুটি নেই। মানুষের জন্ম থেকে এর কাজ শুরু হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। কেননা যেদিন আত্মা বিশ্রাম নেবে বুঝতে হবে সেদিন মানুষের মৃত্যু ঘটবে।

এই আত্মার মাধ্যমেই মূলত মানুষের কামনা-বাসনা, আবেগ-উদ্দীপনা সব কিছুর সৃষ্টি হয়। এখন কারো যদি ইচ্ছা ভালো আমলের দিকে মোড় নেয় তাহলে তার কর্মফল ও ভালো হয়। আর কারো ইচ্ছা যদি বদ আমলের দিকে যায় তাহলে তার কর্মফলও বদ এবং খারাপ হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় মানুষের বাহ্যিক আমল ভালো কিন্তু তার মনের ইচ্ছা খারাপ, কামনা খারাপ তখন এর জন্য তার সে বাহ্যিক আমলটিও নষ্ট হয়ে যায় । যেমন কেউ হজ পালন করল। বস্তুত এটি একটি ভালো আমল। কিন্তু তার মনে এই ইচ্ছা জাগ্রত হল যে হজ করার দ্বারা মানুষ আমাকে হাজী বলবে, আমাকে সম্মান করবে তাহলে, এই ইচ্ছার কারণে তার এই বাহ্যিক আমলটি যদিও ভাল কিন্তু এই ইচ্ছার কারনে পুরো আমলটি বরবাদ হয়ে যাবে।

সুতরাং এ থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে অন্তরে যদি ভালো কামনা সৃষ্টি হয়, ভালো উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং বিশুদ্ধ সংকল্প সৃষ্টি হয় তাহলে সেটাই হলো তাযকিয়া। বা আরেকভাবে বলা যায় অন্তরকে বা আত্মাকে মন্দ কামনা, মন্দ উদ্দীপনা ও মন্দ সংকল্প থেকে পবিত্র করাকে তাযকিয়া বলে।

## ইখলাসের গুরুত্ব

ইখলাস মানুষের অভ্যন্তরীণ একটি ফরয আমল। ইখলাস অর্জন করা তেমনি ফরজ যেমন নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ করা ইত্যাদি। বরং এটা বললেও ভুল হবেনা যে ইখলাস এর চেয়েও বড় ফরজ। কেননা যদি অন্তরে ইখলাস শুদ্ধ না থাকে তাহলে মানুষের বাহ্যিক সব আমল বেকার হয়ে যায়। অর্থাৎ কেউ যদি ইখলাস ছাড়া নামাজ পড়ে কিংবা মক্কায় গিয়ে হজ করে অথবা রমজানের রোজা রাখে তাহলে তার এসব আমল ইখলাস না থাকার কারণে অর্থহীন হয়ে পড়বে।

মানুষের অন্তরের নিয়ত বা ইচ্ছার কারনে অনেক সময় আল্লাহ তায়ালা ছোট আমলকেও অনেক বড় করে দেন। আবার এই নিয়ত বা ইচ্ছার কারণে অনেক সময় অনেক বড় বড় আমলকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ' وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ

"অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে' (বাইয়েনাহ ৯৮/৫)

আমাদের যারা সালাফে ছালেহীন ছিলেন তাদের থেকে ইখলাছের কিছু অর্থ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

(১) আমল শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হবে, তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কোন অংশ থাকবে না।

(২) সৃষ্টিকুলের মনঃস্তুষ্টি সাধন থেকে আমলকে মুক্ত করা।

(৩) সবরকম কলুষ-কালিমা থেকে আমলকে মুক্ত রাখা।

এ বিষয়ে আমাদের মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ: বলেন," মহান আল্লাহ মানুষের অন্তর এবং তার নিয়ত ইচ্ছাকে দেখে থাকেন যদি তা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য হয় তাহলে সে আমলের ক্ষেত্রে যদি কিছুটা অলসতা বা স্বল্পতা প্রকাশ পায় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়"।

## আধ্যাত্মিক গুন অর্জন করা ফরজ

আমাদের এই কথাটা মোটা দাগে বুঝতে হবে, আমাদের শরীয়তের বিধানের ক্ষেত্রে আমাদের বাহ্যিক অঙ্গ গুলোর জন্য যেমন বিধান রয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে কিছু বিধান আমাদের রুহ ও আত্মার সঙ্গেও রয়েছে। কিছু বিধান যেমন আমাদের বাহ্যিক আমলের সাথে জড়িত ঠিক তেমনিভাবে কিছু আমল আমাদের আত্মার সাথেও জড়িত। সুতরাং, এই দুইটি বিষয়কে আলাদা করার কোন সুযোগ নেই।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কিছু চরিত্র থেকে বাঁচার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কিছু গুণ অর্জন করার হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহতালা যে সমস্ত গুণ অর্জন করার হুকুম দিয়েছেন সেগুলো নিজের ভেতর সৃষ্টি করলে এবং যে সমস্ত দোষ থেকে বাঁচার হুকুম দিয়েছেন সেগুলো থেকে নিজের অভ্যন্তরকে মুক্ত করলে বলা হবে যে তার আত্মা পরিশুদ্ধ হয়েছে। এই সমস্ত গুণগুলোকে আখলাক বলে । এই আখলাকের দুটি অংশ। একটি হলো "আখলাকে ফাজেলা" বা উত্তম চরিত্র আরেকটি হল "আখলাকে রাযীলা" বা মন্দ চরিত্র । সুতরাং এই বিষয়টি পরিষ্কার যে আল্লাহ তায়ালা আমাদের রুহ ও আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত বিধি-বিধানগুলোকে মানার জন্য আদেশ করেছেন। তাই এই বিধানগুলো আমাদের জন্য মানা ফরজ।

## আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহ কেমন

মানুষের দেহের বাহ্যিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন অবস্থা দেখা যায়। যেমন মানুষ কখনো সুস্থ থাকে, সুন্দর থাকে ,শক্তিশালী থাকে ঠিক তেমনিভাবে আবার কখনো কখনো অসুস্থ থাকে, শরীর অসুন্দর হয়ে পড়ে এবং শরীরের দুর্বলতা চলে আসে। অর্থাৎ সবসময় মানুষ এক অবস্থায় থাকে না থাকতে পারে না। আবার মানুষের দেহ কখনো কখনো অনেক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কখনো জ্বর হয় কখনো, পেট খারাপ হয়, কখনো হাত ভেঙে, যায় কখনো পা ভেঙে যায়, কখনো কখনো আরও বড় কোন মুসিবত এসে পড়ে। এরকম অবস্থায় মানুষের বাহ্যিক আমলগুলোর ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন দেখা

যায়। যেমন সম্ভবত নামাজ দাঁড়িয়ে পড়তে হয় , কিন্তু অসুস্থতার কারণে সে বসে পড়ে। রমজানে রোজা রাখতে হয় কিন্তু অসুস্থতার কারণে তখন মাফ হয়ে যায় পরবর্তীতে তা পালন করতে হয়।

ঠিক তেমনি ভাবে মানব আত্মার অনেক সময় অনেক রোগ হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে আত্মার রোগ গুলো কি?? আত্নার রোগগুলো হচ্ছে যে কখনো এর মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হয়, কখনো তার মধ্যে হিংসা সৃষ্টি হয়, কখনো তার মধ্যে বিদ্বেষ জন্মায়, কখনো তার মধ্যে কারো প্রতি গীবত করার স্পৃহা জন্মায়, কখনো অন্যের ক্ষতি করতে মন চায়, কখনো কোন আমল করলে তা মানুষকে দেখাতে মন চায় ইত্যাদি আরো অনেক ধরনের রোগ রয়েছে। সুতরাং এই সমস্ত রোগগুলো থেকে আমাদের বাঁচা জরুরি। কেননা আল্লাহ তাআলা মানুষের আত্মার সাথে সম্পৃক্ত এই বিষয়গুলোর কিছু বিধান দিয়েছেন এবং এই বিধানগুলো আমাদের জন্য মানা ফরজ।

## তাহলে কি আধ্যাত্মিক ব্যাধি সমূহ হারাম?

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অন্তরের এই গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন সেই হিসেবে বলা যায় এই আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহ হারাম। তাই মানুষের জন্য হিংসা করা হারাম, একে অন্যের গীবত করা হারাম, চুগলখারি করা হারাম, আরেক মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেয়া হারাম, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম, অন্যের সাথে অহংকার করা হারাম। এই ব্যাধি গুলো কেমন হারাম? এই আধ্যাত্মিক ব্যাধি গুলো ঠিক তেমনি হারাম যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সুদ খাওয়া কে হারাম করেছেন মদ খাওয়া কে হারাম করেছেন, ব্যাভিচার করাকে হারাম করেছেন।

## আত্মার ব্যাধি নির্ণয়ের পদ্ধতি

সাধারণত মানবতার সাথে সম্পৃক্ত এই ব্যাধিগুলো মানুষের চোখে পড়ে না। অর্থাৎ যে মানুষ এই রোগে আক্রান্ত সে নিজেও বুঝতে পারে না আসলে সে আক্রান্ত হয়েছে

কিনা। যেমন আমরা যদি কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি তাহলে আমরা ডাক্তারের কাছে যাই। এরপর ডাক্তার বিভিন্ন রোগ নির্ণয়কারী যন্ত্রপাতি এবং নিজস্ব চিকিৎসা বিদ্যার মাধ্যমে আমাদের সেই রোগগুলো ধরতে সক্ষম হন । ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের এই অন্তরের রোগসমূহ নির্ণয় করার জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন।

এখন প্রত্যেক বিষয় ও শাস্ত্র অর্জনের জন্য সে বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকের কাছে যাওয়া জরুরী । ঠিক যেমনি ভাবে আমরা রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিজের চিকিৎসা করাই ঠিক তেমনি ভাবে আধ্যাত্মিক রোগের জন্য আমাদের এমন একজন ব্যক্তির কাছে যেতে হবে যিনি এই আধ্যাত্মিক আমল সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম যেমনিভাবে নিজেদের চিকিৎসা করানোর জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যেতেন ঠিক তেমনি ভাবে আমাদেরকেও এমন একজন ব্যক্তিত্বের কাছে যেতে হবে যার কাছে গেলে আমরা আমাদের রোগসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবো এবং তার মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারব।

## রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে কিভাবে তরবিয়ত করিয়েছিলেন ?

আমরা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম নবুওয়াত লাভের পর 23 বছর ইহজগতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি এমন একটি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে তখন পুরো আরব উপদ্বীপ গোমরাহী ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। হেদায়েতের কোন আশা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। সে সময় পুরো আরব উপদ্বীপ কুফর ও শির্ক এবং ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই জাতির মাঝে এমন বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে পুরো জাতি

সমগ্র জগতবাসীর জন্য এক আদর্শ নমুনা া রূপে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাহলে প্রশ্ন জাগে এই বিপ্লব কিভাবে ঘটেছিল?? আল্লাহ তায়ালা কোরআনে ইরশাদ করেন,

رَبَّنَا وَابۡعَثۡ فِيۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيۡهِمۡ ؕ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ٪

হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূলও প্রেরণ করুন, যে তাদেরই মধ্য হতে হবে এবং যে তাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে। ৯১ নিশ্চয়ই আপনার এবং কেবল আপনারই সত্তা এমন, যাঁর ক্ষমতা পরিপূর্ণ, প্রজ্ঞাও পরিপূর্ণ।

—আল বাকারা – ১২৯

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে আল্লাহ তায়ালা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে চারটি উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। যে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দিবেন তাদেরকে হিকমতের শিক্ষা দিবেন এবং পরিশেষে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। আর এভাবেই রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন।

## বর্তমানে মুমিনদের পরিশুদ্ধ করবে কে?

বর্তমান সময়ে মুমিনদের ইসলাহ করবেন এমন ব্যক্তি যিনি বুঝতে পারবেন উক্ত ব্যক্তির কোন রোগ আছে কিনা

যদি তিনি বুঝতে পারেন যে তার ভেতরে সমস্যা রয়েছে তবে তিনি উক্ত ব্যক্তির সে অনুযায়ী চিকিৎসা করবেন।

এরই নাম তাসাউফ ও পীর-মুরিদী । যদি কোরআনে কারীমের একটি আয়াত লক্ষ্য করি যেখানে আল্লাহ এরশাদ করেছেন ,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা মুত্তাকীদের সাহচর্য অবলম্বন কর ।

—আত তাওবাহ্ – ১১৯

এখানে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করছেন আমরা যেন মুত্তাকিদের সাহচর্য অবলম্বন করি। কেননা তাদের সহচর্য অবলম্বন করলে তাদের সব চরিত্র আমাদের মধ্যে চলে আসবে। যদি আমাদের মধ্যে কোন রোগ থাকে তাহলে তারা সেই রোগ দেখবেন চিনবেন এবং সে অনুযায়ী আমাদের চিকিৎসা করবেন। এভাবে আমাদের ইসলাহ হয়ে যাবে। আর এভাবে আখলাখ কে পরিশুদ্ধ করার পদ্ধতি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। আর বর্তমান সময়ে এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন অনেক পীর এবং শায়েখ-মাশায়েখগণ।

## শায়খের প্রয়োজনীয়তা

যেহেতু আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ নেক লোকদের সাহচর্য অবলম্বন করার সেহেতু কোন শায়েখের সহচর্য অবলম্বন ছাড়া নিজের ইসলাহ সম্ভব নয়। একটা বিষয়ে আমাদের বোঝা জরুরী, প্রত্যেক বিষয় ও শাস্ত্র অর্জনের জন্য সে বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকের কাছে যাওয়া জরুরী। যেমন কোন ফিকহের মাসয়ালা জানতে হলে কোন মুফতি সাহেবের কাছে যেতে হবে। কারণ তিনি এই বিষয়ে দক্ষ এবং এইশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। দুনিয়াবি কোন রোগ ব্যাধি হলে আমরা বড় বড় এমবিবিএস ডাক্তারের শরণাপন্ন হই। ঠিক তেমনি ভাবে এই আধ্যাত্মিক রোগ বা ব্যাধি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আমাদেরকে শায়খের শরণাপন্ন হতে হবে । তিনি প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে রোগ আছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করবেন এবং সেই অনুযায়ী তার চিকিৎসা করবেন।

সাধারণত কোন রোগী তার ভেতরের রোগ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা রাখতে পারে না। এর থেকেও বড় সমস্যা হলো কেউ তার নিজের রোগ ব্যাধি সম্পর্কে অবগত হতে পারে না। বিশেষ করে এই আধ্যাত্মিক ব্যাধি সমূহ এতটাই সূক্ষ্ম যে এর মধ্যে যাচাই-

বাছাই করে তা থেকে বেঁচে থাকা সবার জন্য সম্ভব হয় না । বড় থেকে বড় ব্যক্তিত্বরাও এই রোগ থেকে সহজে বাঁচতে পারেন না। তারাও কোনো না কোনো শায়েখের হাতে নিজেকে সঁপে দেন। নিজেদেরকে ইসলাহ করান। সুতরাং যারা সাধারণন মুমিন ও মুসলমান রয়েছে তাদের জন্য কতটা জরুরি শায়খের সাথে সম্পর্ক রাখা তা এ থেকে বোঝা যায়। তাই যেভাবে সম্ভব এ সকল শায়খ ও বুজুর্গদের সংস্পর্শে থাকা আবশ্যক।

## বুজুর্গদের সংস্পর্শের আসল উদ্দেশ্য

হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইরশাদ করেন, "বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শে থাকার আসল উদ্দেশ্য হল ওই বুযুর্গের মত মন মানসিকতা বিশিষ্ট হয়ে যাওয়া।"

অর্থাৎ তাদের দেখে কিংবা তাদের কথা শুনে অথবা তাদের দেখানো পথ পন্থা অবলম্বন করে আমরা যেন কামিয়াব হয়ে যেতে পারি। তাদের আদর্শ যেন নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারি। আর এটা চেষ্টা মেহনত ছাড়া সম্ভব নয়। হযরত রহমাতুল্লাহ আরো বলেন, " যে প্রকৃতপক্ষে আমলও চেষ্টা দাঁড়াও এই অবস্থা অর্জিত হয় না বরং এটা শুধু আল্লাহপাক দান করলেই লাভ হতে পারে তিনি যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা দান করেন।"

## শায়খ এবং মুরিদের সম্পর্ক

এখানেও একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে যে শায়েখ এবং মুরিদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে। এখানেও হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরতের এক খলিফা বর্ণনা করেন যে আমি হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কে বললাম যে হযরত যতক্ষণ আমি আপনার মজলিশ উপস্থিত থাকি তখন আমার মনে হয় এই বৈঠকে আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ নেই আমি সবচেয়ে বেশি গুনাহগার অন্যদের তুলনায় নিজেকে পশু মনে

হয়। এর জবাবে হযরত রহমতুল্লাহ বলেন ভাই তুমি নিজের যে অবস্থা বর্ণনা করলে সত্য কথা হলো আমার অবস্থা ও একই রকম।

সুতরাং শায়খ তার মুরিদের বিষয়ে খেয়াল রাখবে যে এই মুরিদ হচ্ছে রোগী আর তিনি হচ্ছেন চিকিৎসক। সুতরাং রোগীর যে হালতে হোক না কেন শায়খ নেক দৃষ্টিতে তার রোগের চিকিৎসা করবেন। আর মুরিদেরও খেয়াল রাখতে হবে যে তিনি আমার চিকিৎসক সুতরাং তিনি আমাকে যেভাবে যেভাবে বলবেন আমাকে ওভাবে ওভাবেই করতে হবে । সেখানে আলসেমি করলে চলবে না ।

## শায়েখের সীমাবদ্ধতা ও মুরীদের কর্তব্য

এই বিষয়টি বুঝতে হবে শায়খ শুধু তার মুরিদের ইসলাহ করবেন। তাকে তার রোগ সম্পর্কে অভিহিত করবেন এবং তাকে সেই রোগ থেকে বাঁচার পথ বা পন্থা দেখিয়ে সাহায্য করবেন। ব্যাস এতটুকুই! এর থেকে বেশি আর কোন কিছুই শায়েখ করবেন না । বাকি সমস্ত কাজ হলো মুরিদের। সেও নিজের রোগ গুলো বুঝবে এবং শায়েখ যেই পথ বা পন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন সেই অনুযায়ী নিজেকে চালাবেন। এমন যেন না হয় যে শায়খের হাতে বায়াত হলাম আর এই চিন্তায় মত্ত থাকলাম যে ব্যস আর আমার কোন কাজ নেই। শায়েখ ই আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট আমার আর কোন আমলের প্রয়োজন নেই। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং মুরিদের দায়িত্ব কর্তব্য হলো সাহিত্যিক যেভাবে যেভাবে বলবে মুরিদ ঠিক সেভাবে সেভাবে করবে। যেমন কোন ডাক্তার যদি রোগীকে কোন প্রেসক্রিপশন দেয় এবং বলে দেয় যে ঠিক ভাবে ওষুধ গুলো খাবেন। কিন্তু রোগী যদি না খেয়ে সেই প্রেসক্রিপশন পকেটে রেখে দেয় তাহলে কি আর সেই রোগ সারবে?? ঠিক তেমনি ভাবে মুরিদ ও যদি কোনো আমল না করে শুধু শায়েখের আশায় বসে থাকে তাহলে কি তার ইসলাহ হবে ?

## তাসাউফ এর সারকথা

হযরত হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহমাতুল্লাহি বলেন, "যেই সামান্য বিষয়ে তাসাউফের সার, তাহলে এই যে আল্লাহর কোন হুকুম পালনের যখন অলসতা লাগে যেমন আমাদের সময় হয়েছে কিন্তু নামাজে যেতে অলসতা লাগছে তখন সেই অলসতার মোকাবেলা করে ওই হুকুমটি পালন করবে। আর যখন কোন গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে অলসতা লাগে তখন ওই অলসতার মোকাবেলা করে ওই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।"

ব্যাস। নিজের কামনা-বাসনের উপর যখন করাত চালিয়ে এবং হাতুড়ি মেরে এই অবস্থাকে পিষে ফেলবে তখনই এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কে উন্নতি ঘটতে থাকবে। আর যার এই গুণ লাভ হবে তার আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

## বর্তমান সময়ে মুমিনরা সংশোধনে ব্যর্থ কেন??

বর্তমান সময়ে মুমিনরা নিজেদের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করেও বারবার ব্যর্থ হয়। কিন্তু কেন? এর সবচেয়ে বড় বড় একটি মৌলিক কারণ হলো আমরা নিজেদের সংশোধন বাদ রেখে অন্যের সংশোধনের কথা চিন্তা করি। এ বিষয়ে যদি কোরআনের একটি আয়াত দেখি যেখানে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۭ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা সঠিক পথে থাকলে যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তারা তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।আল্লাহরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন, তোমরা কী কাজ করতে।

—আল মায়িদাহ – ১০৫

এই আয়াতের সাথে যদি আমরা আমাদের বাস্তব জীবনের মিল খুঁজি তাহলে দেখব তা একেবারেই পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। আজকের এই বিকৃত সমাজের সবচেয়ে সহজ কাজ হলো অন্যের দোষ বর্ণনা করা যে মানুষ এই করছে, সমাজের মধ্যে এই হচ্ছে, এটা হচ্ছে না ইত্যাদি। অথচ এদিক দিয়ে যে আমি নিজেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছি তার কোন খোঁজ খবর নেই। আমার নিজের মধ্যে কত ধরনের দোষ লুকানো রয়েছে তার সংশোধনের কোন খবর নেই। আমি আছি সমাজের দোষ কি সমাজের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। অথচ শুধু আমার নয় আমার পরিবারের মানুষেরও যে কি হচ্ছে না হচ্ছে তারও কোন খোঁজ খবর আমার থাকে না।

## আমরা কি আসলেই মুমিন?

আমাদের নিজেদেরকে নিজেদেরই প্রশ্ন করা দরকার যে আসলেই কি আমরা মুমিন? আসলেই কি আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে পেরেছি?

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً

হে মুমিনগণ! ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ কর

—আল বাকারা – ২০৮

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ছিল আমরা যেন পরিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রবেশ করি। কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে পরিপূর্ণ ইসলাম কি জিনিস তা আমরা বলতে পারবো না। এই হচ্ছে আমাদের বর্তমান সময়ের মুমিনের অবস্থা। আমরা শুধু নামধারী মমিনই রয়ে গেলাম। আমাদের অবস্থা এমন যেন গুনাহের সাগরে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। প্রত্যেকটি কদমে কদমে গুণাহ হয়ে যায়। হাতের গুনাহ, চোখের গুনাহ, কানের গুনাহ, অন্তরের গুনাহ ইত্যাদি আরও কত কি। কিন্তু এরপর আমাদের মধ্যে এই অনুভূতি হয় না যে আমরা কেমন মুমীন? এর ফলে এমন হয়েছে যে এখন আমাদের আর কোন দোয়া কবুল হয় না। আমরা আল্লাহর কাছে চাই কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের

চাওয়াকে পূরণ করেন না। দিন দিন আমরা শত্রুর কবলে পড়ে ঈমান হারা হচ্ছি। একের পর এক ফিতনা এসে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আর এর জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই।

## মুমিন ও তার ঈমানের দৃষ্টান্ত কেমন হওয়া উচিত?

একটি হাদিসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, " একজন মুমিন ও তার ঈমানের দৃষ্টান্ত এমন যেমন একটি ঘোড়া লম্বা রশি দিয়ে খুটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে যার ফলে ওই ঘোড়া ঘুরতে থাকে কিন্তু একটি সীমানায় গিয়ে ওই খুঁটি তাকে আটকিয়ে ফেলে। ওই ঘোড়া সামান্য চক্কর দিয়ে আবার ফিরে এসে ওই খুঁটির নিকট বসে পড়ে এভাবে ওই দুটি খুঁটি কাজ করে একটি হলো সে ঘোড়াকে বিশেষ একটি সীমানা থেকে সম্মুখে অগ্রসরও হতে বাধা দেয় আর আরেকটি হলো ওই খুঁটি ঘোড়াটের আশ্রয়স্থল হয়, ঘোড়া এদিক সেদিক চক্কর লাগিয়ে আবার ওই খুঁটির কাছে এসেই বসে পড়ে।"

এখান থেকে আমরা একটি বিষয় বুঝতে পারি যে একজন মুমিনের খুটি হল তার ঈমান। আর তার ঈমানের দাবি থাকবে যে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সে ঘুরবে চক্কর দিবে কিন্তু সীমার থেকে বাহিরে সে যেতে পারবেনা। বরং সীমানা থেকে বাহিরে যাওয়ার সাথে সাথে ঈমান তার রশি টেনে ধরবে। একজন মুমিন ব্যক্তির ঈমান এত শক্তিশালী হয় যে সে তাকে গুনাহ করতে দেয় না আর যদি গুনাহ হোক করেই ফেলে তবে সে সেই ঈমানের খুঁটির কাছে আবার চলে আসে।

## গুনাহের সাথে সাথে তওবা

আমাদের বুজুর্গরা বলে থাকেন, যখনই কোন গুনাহ সংঘটিত হবে তখনই অবিলম্বে তাওবাউ ইস্তেগফার করবে যাতে করে এ গুনাহ তোমার আমলনামায় লেখাই না হয়। বুজুর্গরা আরো বলেন যেখানে গুনাহ করেছো অবিলম্বে ওই জায়গাতেই তাওবা

ইস্তেগফার কর যাতে করে নাও যাতে করে কিয়ামতের দিন যখন ওই জায়গা তোমার গুনাহের সাক্ষ্য দিবে সাথে সাথে যেন তোমার তওবারও সাক্ষ্য দেয়। কেননা মুমিনের কাছে তার গুনাহ হলো পাহাড়তুল্য। যেকোনো সময়ই এই পাহাড় তার উপর পড়ে তাকে শেষ করে দিতে পারে। তাই তার দ্বারা যদি কোন গুনাহ হয়ে যায় তবে অবিলম্বে সে তাওবাও ইস্তেগফার করবে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

## গুনাহ থেকে বাঁচার প্রতি যত্নবান হওয়া

আসলে মুমিনের অবস্থাই এমন থাকবে যে সে সব সময় গুনাহ থেকে বাঁচার চিন্তা ও চেষ্টা করে যাবে। কেননা চিন্তা ও চেষ্টা ছাড়া গুনাহ থেকে বাঁচা যায় না। হ্যাঁ একটি বিষয় যে যদি চিন্তা ও চেষ্টা সত্ত্বেও কোন অপারগতার কারণে বা ভুলক্রমে তার দ্বারা কোন গুনাহ সংগঠিত হয়েই যায় তাহলে এখন তার একটি করণীয় বিষয় তা হল সঙ্গে সঙ্গে তাওবা ও ইস্তেগফার করা। আর যদি এভাবে করতে থাকা যায় তোর আশা রয়েছে যা আল্লাহ তাআলা এই গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং ভবিষ্যতে গুনাহ সংঘটিত হওয়ার থেকে আমাদের রক্ষা করবেন। কিন্তু তাই বলে নিজের ভেতর যেন উদাসীনতা ও বেপরোয়া ভাব না থাকে। বরং এই গুনাহের কারণে সব সময় সে লজ্জিত থাকবে। সে সর্বদা গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

## মুমিনের কাজ কি হবে?

একজন মুমিনের জন্য নিজের সংশোধনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন কাজ হতে পারে না। প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির উচিত নিজের আমল আখলাকের ওপর জরিপ চালানো এবং সে কোন কোন ভুল পদ্ধতিতে ভুল কর্মে লিপ্ত সেগুলো খুজে বের করা। এরপর যথাসাধ্য চেষ্টা করবে যেন সে ভুলগুলো তার থেকে দূর হয়ে যায়। এমন যেন না হয় অন্যের দোষ ও মন্দ কর্ম খুঁজে ফিরছে আর নিজের দোষের ব্যাপারে গাফেল। এক হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إذا قال الرَّجُل: هَلَكَ الناس، فهو أَهْلَكُهُم

অর্থাৎ ,যদি কোন লোক বলে মানুষ বরবাদ হয়ে গেছে তাহলে সে সব লোকের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

সুতরাং মুমিনরা কখনো নিজের দোষ সম্পর্কে গাফেল থেকে অন্যের দোষ বর্ণনা করে না । কারণ হতে পারে যে তার নিজের আমল খারাপ আকীদা খারাপ, এবাদত খারাপ তাই তার আগে নিজের আমল সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। এবং নিজের আমল ও নিজের আত্মার সংশোধনের জন্য কোন শায়েখের পরামর্শ অনুযায়ী চেষ্টা মেহনত চালানো দরকার।

## একটি মূলনীতি

কোরআনে করিমের একটি স্পষ্ট আয়াত যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ

অর্থাৎনিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।

সূরা রা' দ আয়াত ১১

এখানে যে মূলনীতি আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করলেন তা হচ্ছে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে না পারলে তোমাদের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে না। এখন আমাদের একটু চিন্তা করা জরুরী যে সারাদিন যদি আমি অন্যের চিন্তা করি, অন্যের অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে চিন্তা করি ,অথচ নিজেই সে ব্যাপারে গাফেল থাকি তাহলে আমাদের পরিণতি কি হবে। তাহলে আমাদের সমাজ কতটুকুই বা পরিবর্তন হবে কতটুকুই বা তাদের মধ্যে সংশোধন আসবে। এটা কোন মুমিনের অবস্থা হতে পারে না ।

## মুমিনের জীবনের তাসাউফের গুরুত্ব কতটুকু

মুমিনের জীবনে তাসাউফ এর গুরুত্ব অনেক। একজন মুমিনের ভেতর যদি ইসলাহ না থাকে তাহলে সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা যদি তার ভেতর সংশোধন না থাকে তাহলে সে নিজের আত্মার ওপর একের পর এক জুলুম করতে থাকে এবং সেই জুলুমের সম্পর্কে সে নিজেও অভিহিত থাকে না। আজকে আমাদের অবস্থা এমন যে আমরা সমাজ সংস্কারের স্লোগান দিয়ে ঘুরতে থাকে অথচ যদি নিজের ঘুষ নেওয়ার সুযোগ হয় তাহলে আমি পিছিয়ে থাকি না। যদি কাউকে ধোকা দেওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে সে সুযোগ হাতছাড়া করি না। যদি কাউকে ধোকা ও প্রতারণা করার সুযোগ থাকে তাহলে আমরা পিছপা হইনা। যদি কাউকে মিথ্যা বলে ঠকাতে পারি তাহলে আমরা পিছপা হইনা। যদি কারো গীবত করার সুযোগ পাই তাহলে তা হাতছাড়া করি না। এভাবে আরও যত ধরনের আত্মার ব্যাধি রয়েছে সে সবগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তা থেকে পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ইসলাহের প্রয়োজন। আমরা সব সময় সমাজের সংশোধনের চিন্তা করি , নিজের সংশোধনের চিন্তা বাদ দিয়ে। অথচ আমাদের প্রত্যেকের যারা আমরা নিজেদেরকে মুমিন দাবি করি আমাদের উচিত সবার আগে আমার যে বদ অভ্যাসগুলো রয়েছে সেগুলোকে কিভাবে সংশোধন করতে পারি তার চিন্তা করা। আমি সুযোগ পেলে গীবত করি,আমি সুযোগ পেলে ধোকা দিই,আমি সুযোগ পেলে সুদ খাই,আমি সুযোগ পেলে ঘুষ খাই,আমি সুযোগ পেলে বেপর্দা উলঙ্গপনা ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকি। তাহলে নিজের সংশোধনের ফিকির বাদ দিয়ে আমি কিভাবে অন্যের সংশোধনের ফিকির করি। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরী, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার অন্তরে এই চিন্তা জাগ্রত না হবে অর্থাৎ নিজের কথা খেয়াল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ ইসলাইরে ফিকির অন্যদের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে না।

## পরিশিষ্ট কয়েকটি বিষয়

আসলে তাছাউফের বিধান মূলত শরীয়তের বিধান। শরীয়ত সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ এ সম্পর্কে অনেকটাই অজ্ঞ। আবার অনেক মূর্খ ব্যক্তিত্বের অনুসরণের কারণে মানুষের ভেতরে তাসাউফের বিধানের ক্ষেত্রে কিছুটা উল্টো জ্ঞান ঢুকে পড়েছে। তাই এসব বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি এবং কোন একজন ভালো শায়েখের কাছে গিয়ে নিজের ইসলাহ করানো জরুরী।

আবার কেউ কেউ বলতে চায় পূর্বের সালফে সালেহীন সাহাবা ও তাবেঈন এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এর সময়ে তাসাউফের কোন বিধি-বিধান পাওয়া যায় না। আসলে এ ধারণা নিতান্তই ভুল। হযরত ইমাম আব্দুল ওয়াহাব সারানি রহমাতুল্লাহ তার গ্রন্থ "আল ইয়াওয়াকিত ওয়াল জাওয়হির " এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন পূর্বের সময় তাছাউফের ক্ষেত্রে মানুষ আমলিভাবে এতটাই শক্ত ছিল যে প্রতিটি মুসলিম পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই সে ব্যাপারে অবগত ও বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রতি আমলে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে অলসতা এবং দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকল এবং সে সময় সালফে সালেহীনের যুগের শেষ পর্বে এসে তার বাহ্যিক চর্চার পাশাপাশি তাসাউফ এর আমলি সংকলনের কাজও শুরু হয়ে গেল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত থানবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তরিকতপন্থীদের জন্য উপদেশ হিসেবে বলে গিয়েছেন ,"যে আল্লাহর জিকির এবং বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাঝে এক বিশেষ ধরনের স্বাদ আছে যা দুনিয়ার অন্য সকল স্বাদের থেকে উপরে । কিন্তু যারা প্রাথমিকভাবে তরিকতচর্চা শুরু করে তাদের সেই স্বাদ ও মজা লাভের ফিকিরে থাকা উচিত নয় কারণ প্রাথমিক স্তরে লোকদের জন্য দ্বীনের আমলসমূহ ঔষধের মত আর ঔষধ সেবনের ক্ষেত্রে স্বাদ আর মজা লাভের আশা করে বসে থাকার সুযোগ নেই ।কিন্তু তরিকতের লাইনের যারা শেষ পর্যায়ের উচ্চস্তরের ব্যক্তিত্বদের জন্য এ আমলটি অত্যন্ত মজাদার ও সুস্বাদু খাবারে পরিণত হয়ে যায়"।

এসব আলোচনা থেকে এটাই বুঝে আসে যে চেষ্টা ও মেহনত ছাড়া এই আত্মশুদ্ধির লাইনে টিকে থাকা সম্ভব নয়। যে যত বেশি চেষ্টা ও মেহনত করবে তার জন্য নিজের ইসলাহ করানো সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে গাফেল থাকবে মেহনত করবে না চেষ্টা করবে না তার দ্বারা কিছুই সম্ভব নয়। সুতরাং ইসলামের জন্য নিজেকে আল্লাহর দরবারে সঁপে দিতে হবে। তাহলেই এক সময় আল্লাহ তায়ালা এই অন্তরে এক বিশেষ নুর দান করবেন যা দ্বারা মানুষ তার সংশোধনের রাস্তা খুঁজে পাবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমিন

**যে সকল বই থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে**

**১. তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি – শাইখুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানী হাফিজাহুল্লাহ**

২. খুতবাতে জুলফিকার- পীর জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী হাফিজাহুল্লাহ

৩. মাজালিসে হাকিমুল উম্মত – মুফতি মোহাম্মদ শফী রহ:

৪. তাসাউফ তত্ত্ব – মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ

৫. শরীয়ত ও তাসাউফ – শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া সাব রহমাতুল্লাহি আলাইহি

---

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111408513/